আমি মেলা থেকে তালপাতার এক বাঁশি কিনে এনেছি .....।।

মাহমুদা রুনু

পাতার বাঁশি – তালপাতা কোথায় পাবো। তালগাছের মত অমন উঁচু গাছের পাতা পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা। কালেভদ্রে পাড়ার বড়রা যখন দয়া বা করুণা করে একটা তালের পাতা দিত তবেই না বাঁশি বানানো তারপর তা বাজানো। কিন্তু তা কি করে হয় তাহলে বুঝি বাঁশি বাজানো হবে না? সে জন্য অপেক্ষা চৈত্র সংক্রান্তির মেলা। এই শেষলগ্নের বিলোপে যে নব ঊষা লগ্ন সেই ক্ষণ আনে নব বরষ। বর্ষের বয়স বাড়ে বৈশাখে নতুনের আনন্দ সুর বাজে সেই সুখে । সেই সুখের মেলা আনন্দের মেলা চৈত্র সংক্রান্তির মেলা।

মেলা দিনের অপেক্ষার পর মেলা-রকম সরঞ্জামের পসরা নিয়ে মেলা, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে অফুরন্ত স্বস্তির আস্থা নিয়ে আসে এই মেলা। পুতুল নাচে রহিম বাদশা রূপবান কাহিনী, নাগর দোলা, সাপের খেলা, বানর খেলা, বায়স্কোপের বাক্সে ভরা পৃথিবীর সব আশ্চর্য ছবির সঙ্গে চমৎকার ধারা বর্ণনা...। “কি চমৎকার দেখা গেল রাজা গেল মন্ত্রী গেল আরো গেল তাজমহল গেল, তারপরে উড়োজাহাজ তলা দিয়া রথের মেলা...।“ কত রঙের বাহারি চুড়ি, চুলের ফিতে, কানের দুল । অনেক রকমের বাঁশি - বাঁশের বাঁশি, পাতার বাঁশি, বেলুনের বাঁশি...। খাবারের দোকানি পসরা সাজায় নানাবিধ খাবারের ভেটের খই, বিন্নির খই, গুড় মাখা খই, চিনি মোড়া খই, মুরি-মুড়কি, চিনির হাতি ঘোড়া, বাতাসা, হাওয়াই মিঠাই, কলার পাতায় ভাসা মাখন, পাতায় মোড়া সন্দেশ। আর অসংখ্য আনন্দের গীত জারি-সারি-ভাটিয়ালী-বাউল...। খেলনার কথা আর কি বলবো সেই যে টমটম গাড়ী একটা ছোট্ট মাটির অর্ধচন্দ্র পাত্র সেটা মুড়ে দেয়া হয় এক ধরনের চামড়ায়, মাটির দুটো চাকা যেটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে সেই পাত্রটির নিচে লাগানো থাকে একধরনের বিচিত্র কসরতে কাঠি দিয়ে ঢোলের কাঠি তৈরি করা হয় তারপর দড়ি দিয়ে টেনে টেনে চালাতে হয় বিকট শব্দে ঢোল বাজিয়ে টমটম গাড়ী চলতে থাকে। এটার রঙ হয় কড়া গোলাপি।

এই মেলার স্থায়িত্ব বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ পুরোটাই। আজ এই বৈশাখে আমার করোটিতে সেই মেলার স্লাইড শো চলছে। ছোট্ট সেই মেয়েটি লাল সাদা ফ্রক পরে মাথায় লাল ফিতের ঝুটি বেধে মেলা রঙের মেলা সখের মেলা আনন্দের মেলায় যাচ্ছে তার খুব প্রিয় দাদাটির হাত ধরে। তার কাছে শেখা মশাল, শ্লোগান, মিছিল, পোষ্টার, গণসংগীত, প্রথম আবৃত্তি “আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে.....।“ যুদ্ধ করার জন্য যে জন্মেছিল বিদ্রোহের আগুন বুকে নিয়ে। সেই উঁচু তালগাছ থেকে পাতা নামিয়ে তালপাতার বাঁশি বানিয়ে মেলার আনন্দ যে দিতে পারতো যে কোন সময়ে যে কোন বিকেলে অথবা গোধূলির সন্ধে আলোতে।

আজকের এই অনুভব আমার প্রভূত আনন্দের আতিশয্য, একে আমি নস্টালজিয়া বলতে চাইনে। আমার কাছে নস্টালজিয়া মানে চোখ বেয়ে নীরবে জল ঝরানো স্মৃতির কাতরতা, নিজের সাথে নিজের নানা রঙের দিনগুলো নিয়ে দুঃখ দুঃখ খেলা। আমি ফিরে গিয়েছি স্পষ্ট এক আলোকিত দিনের সুখের

মেলায়, সে এক নিরেট সহজিয়া খেলাঘর। কি এক অজানা বিচিত্র অনুভব আজ বছরের শেষলগ্নে আমায় ডেকে নিয়ে যাচ্ছে আমার আজকের আমি হোয়ে বেড়ে ওঠার অমূল্য সেই লগ্নে যেখানে খুব সামান্য পাওয়া ছিল অসামান্য প্রাপ্তি।

আমি মেলা থেকে তাল পাতার এক বাঁশি কিনে এনেছি,

ছোট্ট আমির প্রাণের সুরে তান তুলেছি,

বিলাসিতার মোড়ক খুলে প্রাণ পেয়েছি,

নিজের মাঝের কষ্ট-গাথা গোর দিয়েছি,

অন্ধকারের বন্ধদ্বারে আলোর ছটায় হারিয়ে ফেলা ক্ষণ পেয়েছি,

এই বোশেখে মত্ত মাতাল কালবোশেখি ঝড়ের কাছে অক্ষমতা সব সঁপেছি, নিষ্পাপ সেই ছোট্ট আমির সৃতির ঝাঁপির অন্তরালে সব পেয়েছি সব পেয়েছি সব পেয়েছি।

মেলা থেকে তাল পাতার এক বাঁশি কিনেছি

তার সুরেতে জীবনের এক অন্য রকম তান পেয়েছি,

এই বোশেখে সকল শুভাকাঙ্ক্ষীর জন্য শুভ কামনার প্লাবন দিয়েছি

“এসো সকল হাত একসাথে আগামীর রথে ধাবিত হই” এ আশ্বাস নিয়েছি।

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলার পণ পেয়েছি।

১৩ই এপ্রিল ২০১২, চৈত্র সংক্রান্তি